কোয়ান্টাম মেথড-১০

তথাকথিত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

মুফতী শরীফুল আ'জম

জীবন দান করেছেন যিনি সেই মহান স্রষ্টা জীবন পরিচালনার বিধান ও দান করেছেন আর এটা একমাত্র তাঁরই অধিকার। সেই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হলে মানবজীবন হবে সফল ও আলোকিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ان الحكم الا لله আল্লাহর ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।(সুরা ইউসুফ-৪০)

আল্লাহ তা'আলা যেমন মহান ও প্রজ্ঞাময় তাঁর দেয়া বিধান ও তেমন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের বিধান দেয়া হয়েছে তা ঐ যুগের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ছিল এবং সর্বপ্রকার যুগ চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের যুগ যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত ও স্থায়ী তাই তাঁর আনীত জীবনবিধান ও পূর্ণাঙ্গ রূপে কেয়ামত অবধি বাকি থাকবে এবং সকল প্রকার যুগ চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। এ মহা সত্যকে পাশ কাটিয়ে কোয়ান্টাম মেথড নিজেদের উদ্ভাসিত মতবাদকে কৌশলে পূর্ণাঙ্গ জীবন দৃষ্টি আখ্যা দিয়েছে। আর ইসলামের অমোঘ জীবন বিধানকে অর্ধাঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ বলার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গেছে। তাদের এমন অসত্য ও কৌশলী বক্তব্য শুনে আধুনিক মানুষ নিজেদের অজান্তে ঈমানের মতো দৌলত হারিয়ে নিস্ব হতে চলছে। সেক্যুলার দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ধর্মীয় দৈন্যতার সুযোগে তারা ঈমানবিনাসী এই মেথড হজম করাতে সক্ষম হচ্ছে। কোয়ান্টামের ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক "কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস" -এর এক প্রবন্ধে লেখা হচ্ছে- সুস্থ, সুন্দর ও স্বার্থক জীবনের জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি। সমকালীন মানুষের মূল সমস্যা এখানেই। সকল চিন্তা এক দেশদর্শিতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। একজন অ্যাকাউনট্যান্ট মনে করেন হিসাববিজ্ঞান দিয়েই তিনি সকল সমস্যার সমাধান করবেন। প্রকৌশলী মনে করেন তার প্রযুক্তি জ্ঞানই জীবনের সমস্যা সমাধান করবে। চিকিৎসক মনে করেন ওষুধ খেলে বা অপারেশন করলেই শরীরের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আমলা মনে করেন সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি তারই হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশেষ কোনো বিষয়ে ডক্টরেট করে মনে করেন পৃথিবীর সকল জ্ঞান তার আয়ত্তে চলে এসেছে। একজন আলেম- "পুরোহিত মনে করেন ধর্মাচারই সব সমস্যার সমাধান করবে। একজন তরুণ বা তরুণী মনে করে বহুজাতিক কোম্পানির একটা চাকরি পেলে জীবনের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু স্বার্থক ও পরিতৃপ্ত জীবন আর এই ভাবনাগুলোর মধ্যে ব্যবধান এক সমুদ্রের" । (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৪৩)

কী চমৎকারভাবে এখানে বিভিন্ন পেশাজীবীদের ভাবনার সাথে একজন আলেমের কথাকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। এ সকল পেশাজীবীদের আবিষ্কৃত দর্শন আর একজন আলেমের দেয়া ধর্মীয় দিকনির্দেশনা যেন এক পাল্লায় মাপার বস্তু। ভাবখানা এমনই। অথচ মানবজীবনের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পেশার লোক কর্তৃক প্রদত্ত থিউরি আর কোনো আলেমের বাতলানো ধর্ম ব্যাখ্যা কখনো এক হতে পারে না। দুনিয়াতে নানা পেশার লোক মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের আবিষ্কৃত মতের সফলতার দাবি করছে ঠিকই কিন্তু কেহ নিজেকে পূর্ণাঙ্গ জীবন চাহিদা মেটাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করছে না। পক্ষান্তরে একজন আলেম জীবন যাপনের যে সকল বিধান কর্ম পন্থাও আদর্শের প্রচার করে থাকেন তা হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্ধারিত জীবন বিধান ইসলাম। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যার অনুসরণ মানব জাতীর সফলতার জন্য অবধারিত। জীবনের সকল দিক নিয়ে যেখানে কল্যাণকর ও পূঙ্খানোপূঙ্খ দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। সফলতার জন্য একজন আলেম মূলত পূর্ণাঙ্গ এই জীবনব্যবস্থা ইসলাম প্রতিপালনের কথাই বলে থাকেন। তাই অ্যাকাউনট্যান্ট, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আমলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো পেশাজীবীদের সমস্যা সমাধানের ভাবনার সাথে ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধানকে তুলনা করা ভুল। সমস্যা সমাধানে ইসলামকে যথেষ্ট মনে করা না হলে ঈমান থাকবে না। কোয়ান্টামের উক্ত প্রবন্ধের মাঝে পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি হিসেবে নিজেদের উদ্ভাবিত মেথডকে উপস্থাপন করা হয়েছে আর ইসলামকে বিভিন্ন পেশাজীবদের ভাবনার মতো একটি অর্ধাঙ্গ ভাবনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অথচ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মেথডকে সফলতার চাবিকাঠি মনে করা হলে এর পরিণতি কী হবে, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"(সুরা আলে ইমরান-৮৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে শেষ

নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্ববাসীর মুক্তির উপায়। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন) এখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনদৃষ্টি গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ তা পালন করলে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাফসীরে কাবীরে আখেরাতে ক্ষতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে। ঐ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দুনিয়াতে যে কষ্ট-ক্লেশ করেছে এর উপর আফসোস ও আক্ষেপ করার যন্ত্রণাও আখেরাতে ভোগ করতে হবে। (তাফসীরে কাবীর ৮/১১৬)

ইসলামকে সফলতা প্রাপ্তির পূর্ণাঙ্গ বিধান না ভেবে এর যাবতীয় বিধিবিধানকে শুধু ইবাদাত বন্দেগীর মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করা বা মসজিদের চার দেয়ালে একে বন্দি করার ফন্দি করা হলে সাফল্যের চাবিকাঠি কখনো হাতে আসবে না। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামকে পূর্ণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"(সুরা আল বাকারা-২৮)

আয়াতটির দুভাবে তাফসীর করা হয়েছে। এক. তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা চোখ-কান, মন-মস্তিক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিস্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে কিন্তু হাত-পা'সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। দুই. তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদাতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। উভয় তাফসীরের মূল প্রতিপাদ্য মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানবজীবনের যেকোনো বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদাতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই এই ত্রুটি বেশিরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ বিশেষত: সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোনো আগ্রহ নেই তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ, অন্তত পক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত "আদাবে মু'আশারাত" পুস্তিকাটি পড়ে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

তাই সফলতার সন্ধানে কোয়ান্টামের দ্বারস্থ না হয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণই হবে একজন বুদ্ধিমান আদম সন্তানের কর্তব্য। যে রূপ পূর্ণাঙ্গ, কল্যাণমুখী, বাস্তবসম্মত সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উভয় জাহানের কামিয়াবীর জন্য প্রণয়ন করেছেন, অন্যকারো পক্ষে তা উদ্ভাবন সম্ভব নয়। অতএব কোয়ান্টাম চর্চার পরিবর্তে ইসলাম চর্চাই সকল ধর্মের লোকদের সফলতার একমাত্র রাজপথ।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে কোয়ান্টামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "কোয়ান্টাম হচ্ছে শাশ্বত ধর্মীয় চেতনার নির্যাসে সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ জীবন নির্মাণের প্রক্রিয়া।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০২) এখানে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় চেতনার কথা বলা হয়নি বরং সকল ধর্মের নির্যাস মিশ্রণে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনার নামই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড। বিভিন্ন বই পুস্তকে কোয়ান্টাম নিজেদের নযরিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করে থাকে। তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। পবিত্র কুরআনে একমাত্র ইসলাম ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"(সুরা আল মায়েদাহ-৩) মুফাসসিরীনে কেরাম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল কোনোটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সেগুলো একটি নির্দিষ্ট যুগ পর্যন্ত

সীমাবদ্ধ ছিল আর নবীজি মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বীনে ইসলাম সার্বিক পরিপূর্ণতায় ভরপুর, পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বরূপ এবং কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

واما فى آخر زمان المبعث فانزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة فالشرع ابدا كان كاملا الا ان الاول كمال إلى زمان مخصوص والثانى كمال إلى يوم القيامة فلاجل هذاالمعنى قال :اليوم اكملت لكم(التفسير الكبير ١١٦-١١)

যুগ সমস্যার সমাধানে ইসলাম :

কেয়ামত অবধি মানব সভ্যতা যতই আধুনিক হোক না কেন, বিজ্ঞানের যতই উৎকর্ষ সাধন হোক না কেন, যে কোনো যুগীয় সমস্যা সমাধানে, যুগ চাহিদা পূরণে কল্যাণময়ী দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম একমাত্র ইসলাম। এজন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা রেখেছে তা হচ্ছে ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ। তাই মানব জীবনের কিছু সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধি-বিধানের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে আর কতেক সমস্যা এমন রয়েছে যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে খুঁজে বের করা সম্ভব। যুগের যে কোনো নতুন সমস্যার সমাধান এই পদ্ধতিতে ইসলামের মাঝে নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক যুগের যোগ্য আলেম-উলামাগণ জাতির সামনে তা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি ও সর্বজনীন কল্যাণের ধর্ম একমাত্র ইসলাম।

ইসলামের জন্য সুসংবাদ :

পরশ্রীকাতরতা বলতে একটি কথা আছে। ইহুদী-খ্রিস্টানরা ইসলামের সাথে এমন নিন্দনীয় আচরণই যুগ যুগ ধরে করে আসছে। ইসলামকে যখন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীকৃতি দিলেন তখন তাদের গাত্রদাহ সীমা ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাই ইসলামকে অর্ধাঙ্গ-বিকলাঙ্গ প্রমাণ করার চক্রান্ত শুরু করে ঐ গোষ্ঠী। সর্বশেষ কোয়ান্টামের মাধ্যমে তাদের অন্তরজালা নিবারণের নিস্ফল প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। আধুনিক মানুষের কাছে ইসলামকে অচল ও সেকেলে হিসেবে উপস্থাপন কোয়ান্টামের লক্ষ্যতে পরিণত হয়। ইহুদীরা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এসে বলল, এমন একটি আয়াত আছে যদি তা আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হতো তবে সেদিন আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, সেটি কোন আয়াত? তারা বলল, "আজ তোমাদের দ্বীনকে আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম আর তোমাদের প্রতি আমার করুণা পরিপূর্ণ করে দিলাম।" (বোখারী শরীফ-৪৪০৮)

ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করত কিন্তু তাদের এই অহমের উপর উক্ত আয়াত চরমভাবে চপেটাঘাত করে মুসলমানদের পক্ষে এই সুসংবাদ শুনে তারা নিরুপায় হয়ে এই আপত্তি করে বসল যে, এমন সুসংবাদ শুনেও তোমাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। যদি আমাদের বেলায় এমন হতো তবে সেদিন আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করতাম।

চিরসবুজ এই ইসলাম:

উক্ত আয়াতের মাঝে ইসলামের ব্যাপারে তিনটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সংক্ষেপে তা এভাবে বর্ণনা করেন-"(ক) আজ তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছি বিধায় কখনো তাতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। (খ) আমার অনুকম্পা তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি বিধায় এই দ্বীন কখনো অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হবে না। (গ) চিরস্থায়ীভাবে তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি বিধায় কখনো আমি এতে অসন্তুষ্ট হব না। (ইবনে কাসীর ২/১৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের আশস্ত করেছেন যে, তোমাদের এই দ্বীন সর্বকালে পূর্ণাঙ্গই থাকবে। তাই দ্বীনের ব্যাপারে প্রতারকদের কথায় সন্দিহান হওয়া বা বিজ্ঞানের ঝলক দেখে ধোঁকা খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যান্য ধর্ম যেভাবে বিকৃত হয়ে গেছে ইসলামের ক্ষেত্রে তেমনটি হবে না। ইসলাম সর্বদা পূর্ণাঙ্গ ও চির সবুজ জীবনব্যবস্থা হিসেবে রক্ষিত থাকবে।

স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জীবনব্যবস্থা:

সার্থক ও সফল জীবনের যে রোডম্যাপ কোয়ান্টাম উদ্ভাবন করেছে তা কতটুকু সফলতা বয়ে আনবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চিত সফলতার পথ হচ্ছে ইসলাম এ ব্যাপারে নবীজির সিলমোহরযুক্ত ছাড় পত্র রয়েছে। তাই নিশ্চিত সাফল্যের রাজপথ ইসলাম ছেড়ে কোয়ান্টামে উদ্ভাবিত জীবনদৃষ্টি অনুসরণ বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে এমন আলোকিত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেছি যার রাত-দিন একবরাবর" (ইবনে মাজাহ- হাদীস নং৫) অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের বাস্তবমুখী সাদামাটা আদর্শের অনুসরণ এমন সহজ যেমন পরিষ্কার ময়দানে রাতে ও দিনে চলাচল করা সহজ। (তাকমীলুল হাজাহ-২৩)

ইসলামকে মজবুত করে ধরতে হবে :

সুন্দর ও স্বার্থক জীবনের জন্য কোয়ান্টাম পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে কুরআন-সুন্নাহর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করেছে। নব উদ্ভাবিত কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের নব আবিষ্কৃত মেথড থেকে সতর্ক থাকতে এবং ফেতনার যুগে কুরআন-সুন্নাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

" আমার পরে যে বেঁচে থাকবে সে বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমাদের কর্তব্য হবে আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। তোমরা সুন্নাতকে মজবুত করে

আঁকড়ে ধরে রাখবে। আর নব উদ্ভাবিত সকল পথ মত থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ নব উদ্ভাবিত বস্তুই হচ্ছে বেদ'আত আর প্রতিটি বেদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মেশকাত) মুল্লা আলী ক্বারী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- মানবজীবনের সৌভাগ্য ও সফলতা নির্ভর করে সুন্নাতের অনুসরণের উপর। (মেরকাত১/৩৭৪)

মুমিন ইসলামের উপর তুষ্ট থাকে :

নবীজি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত জীবন বিধানের উপর পরিতৃপ্ত হতে না পারা কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। নিজের বুদ্ধি মতে সকল ধর্মের নির্যাস আর বিজ্ঞানের থিউরি, মিশ্রণে সফলতার সূত্র আবিষ্কার সবচেয়ে বড় ভুল। মুমিন হতে হলে সর্বাবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর মাঝে নিজের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর আর সকল চাহিদা পূরণের দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থায় তুষ্ট থাকতে হবে এবং মনে প্রাণে তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। বিধাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থাশীল থাকতে হবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শকে একমাত্র পালনীয় বিশ্বাস করতে হবে। কোয়ান্টামের আবিষ্কৃত জীবন যাপনের বিজ্ঞানের অনুসরণ করা যাবে না। যার ভিত্তি রাখা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত জীবনের সংজ্ঞা আর রুশ দার্শনিক লিও টলস্টয়-এর কিছু মন্তব্যের উপর। ইহুদী-খ্রিস্টান বা তাদের স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপনের বিজ্ঞান পালন করতে হবে কেন? ইসলামের বিধি-বিধান নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ জীবনকি একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট নয়? কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাসের ১৪৩ নং পৃষ্ঠায় এবং হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০০ পৃষ্ঠায় কোয়ান্টাম জীবনদৃষ্টি সায়েন্স অব লিভিংয়ের আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহর কোনো উদ্ধৃতি স্থান পায়নি, স্থান পেয়েছে শুধু স্বাস্থ্য সংস্থা আর খ্রিস্টান দার্শনিক লিও টলস্টয়ের মন্তব্য।

অথচ হাদীসে পাকে বলা হয়েছে- "ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি আস্বাদন করতে পেরেছে যে আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল হিসেবে পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে।" (মুসলিম, মেশকাত) মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) পরিতৃপ্ত হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- "পরিতৃপ্ত থাকার অর্থ হচেছ শারীরিক ও আত্মিকভাবে ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরিপালন করা। সবর, শোকরও তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা শরীয়ত নির্দেশিত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদী মেনে চলা। সুন্নাত, শিষ্টাচার, আচার-ব্যবহার ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া। দুনিয়ার প্রাচুর্য বিমুখতা ও পরকালমুখী হয়ে জীবন যাপন করা।" (মেরকাত-১/১৪৩) কোয়ান্টামের শিক্ষা এই হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেদের মেথডের অনুগত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। তাকদীরের বিশ্বাসী হওয়ার পরিবর্তে তাকদীর ডিঙ্গানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সুন্নাত অনুসরণের স্থলে মনগড়া সফলতার সূত্র অনুসরণের কথা বলছে। পরকালের কথা ভুলিয়ে প্রাচুর্যের লিপসা জাগিয়ে তুলছে।

আংশিক পরিত্যাগের জের :

কোয়ান্টাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টির কথা বলছে তাতে অহরহ ইহুদী-খ্রিস্টান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের দর্শন গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের বই-পুস্তকে লিও টলস্টয়, ডা. বেনসন, রজার স্পেরি, স্যার জন একল্‌স, ডা.ওয়াইন্ডার পেনফিল্ড, বিজ্ঞানী নিউটন, আইনসটাইন, উইগনার বা ডা: কার্লগুস্তাভসহ আরো বহু দার্শনিক ও মুনিঋষীদের আলোচনা ও উপদেশ লক্ষ্য করা যায়। জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টামের যে সকল বিষয় এসব দার্শনিকের মতানুসারে সাজানো হয়েছে সেক্ষেত্রে ইসলামের আক্বিদা বিশ্বাস ও বিধি-বিধান অবশ্যই পরিত্যাজ্য হয়েছে। আংশিক শরীয়ত পরিত্যাগের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তা ভাবার সুযোগ ও হয়নি। আকর্ষণীয় উপস্থাপনের ফলে সাধারণ মানুষ ও সেদিকটি ভেবে উঠতে পারছে না। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বিশ্ববিখ্যাত বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে লিখেন-"ইসলামের আংশিক কোনো বিধি-বিধানকে যদি কেহ অলসতা বা অবহেলা করে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সতর্ক করে দেয়া হবে আর সে দুর্বল মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইসলামকে আংশিকভাবে অস্বীকার করতঃ পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।" (ফাতহুল বারী১/১২৮)

সাফল্য ও মুক্তির সন্ধান পেতে যারা কোয়ান্টামে যাচ্ছেন তারা একটু ভেবে দেখুন নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত কতটুকু পালন করা হয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্য যাকে আদর্শ ও মডেল হিসেবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সাজানো হয়েছে কি না? তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন যাপন করা হলে কোনো ধরনের মেথড বা সাধু-সন্নাসীর দ্বারস্থ হতে হবে না। এর বিপরীত পথে হাঁটলে সাময়িক ভালো লাগলেও চূড়ান্ত সফলতা ও প্রশান্তি কখনোই ধরা দিবে না।